365511 - রমযানরে দনিরে বলোয় করোনার টকিা নলিে কি রোযা নষ্ট হবে?

প্রশ্ন

রোযা রখেে রমযানরে দনিরে বলোয় করোনো (কোভডি-১৯)-এর টকিা নয়োর হুকুম কী?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

রমযানরে দনিরে বলোয় করোনার টকিা নতিে কোন অসুবধিা নইে। যহেতেু এটি চকিৎিসা শ্রণেীয় ইনজকেশন; যা রোযা নষ্ট করে না। কনেনা এটি পানাহার নয়; পানাহাররে স্থলাভষিক্তিও নয় এবং পানাহাররে স্বাভাবকি পথ তথা মুখ বা নাক দয়িে এটাকে প্রবশে করানো হয় না।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

রমযানরে দনিরে বলোয় করোনার টকিা নতিে কোন অসুবধিা নইে। যহেতেু এটি চকিৎিসা শ্রণেীয় ইনজকেশন; যা রোযা নষ্ট করে না। কনেনা এটি পানাহার নয়, পানাহাররে স্থলাভষিক্তিও নয় এবং পানাহাররে স্বাভাবকি পথ তথা মুখ বা নাক দয়িওে এটাকে প্রবশে করানো হয় না।

১৪১৮ হজিরীর ২৩-২৮ শে সফর সৌদি আরবরে জদ্দেোতে অনুষ্ঠতি ফকিাহ একাডমেীর দশম অধবিশেনরে সদ্ধিান্তে এসছে:

“চকিৎিসা সংক্রান্ত রোযা ভঙ্গকারী বষিয়াবলী” বষিয়ে একাডমেীতে পশেকৃত গবষেণাসমূহ পর্যালোচনা এবং ১৪১৮ হজিরীর ৯-১২ সফর (১৯৯৭ খ্রস্টিাব্দরে ১৪-১৭ জুন) মরক্কোর ‘কাসাব্লাঙ্কা’ শহরে ফকিাহ একাডমেী ও অন্যান্য প্রতষ্ঠিানরে সহযোগতিায় ‘ইসলামকি মডেকিলে অর্গানাইজশেন’ কর্তৃক নবম ‘ফকিহ ও মডেকিলে সম্পিোজয়িাম’ এর পক্ষ থকেে ইস্যুকৃত গবষেণাপত্র, গবষেণা প্রবন্ধ ও সুপারশিগুলো পর্যালোচনা এবং অংশগ্রহণকারী ফকিাহবদি ও ডাক্তারগণরে আলোচনা-পর্যালোচনা শুনা এবং কুরআন-সুন্নাহ ও ফকিহ বশিারদদরে বক্তব্য জানার পর নম্নিোক্ত সদ্ধিান্ত দচ্ছি:

এক: নম্নিোক্ত বষিয়াবলী রোযাভঙ্গকারী হসিবেে গণ্য হবে না:

৮। ত্বকে, পশেীতে কংিবা শরিাতে প্রদত্ত চকিৎিসা শ্রণেীয় ইনজকেশন; তবে খাদ্যজাতীয় তরল ও ইনজকেশন বাদ দয়ি।”[ফকিাহ একাডমেীর জার্নাল, সংখ্যা-১০ থকেে সমাপ্ত]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/২৫২) এসছে:

“রোযাদারের জন্য রমযানের দিনের বেলায় পেশীতে ও শিরাতে ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা নেয়া জায়েয। তবে রোযাদারের জন্য রমযানের দিনের বেলায় খাদ্যজাতীয় ইনজেকশন নেয়া জায়েয নয়। কেননা তা পানাহার গ্রহণের পর্যায়ভুক্ত। এ ধরণের ইনজেকশন নেয়া রোযা না-রাখার কৌশল হিসেবে গণ্য হবে। পেশীতে ও শিরাতে যদি রাতে ইনজেকশন নেয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটা করা ভাল।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত আলেমগণ সেগুলোকে রোযাভঙ্গকারী বিষয়ের অধিভুক্ত করেছেন; যেমন- নিউট্রিশন ইনজেকশন। নিউট্রিশন ইনজেকশন বলতে সেসব ইনজেকশন নয় যেগুলো শরীরকে চাঙ্গা করে বা সুস্থ করে। বরং নিউট্রিশন ইনজেকশন হচ্ছে যেগুলো গ্রহণ করলে পানাহার লাগে না।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে: যে সকল ইনজেকশন পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয় সেগুলো রোযা ভঙ্গ করবে না। চাই সেগুলো শিরাতে পুশ করা হোক কিংবা রানে কিংবা অন্য যে কোন স্থানে।”[শাইখ উছাইমীনের ফতোয়া ও পুস্তিকা সমগ্র (১৯/১৯৯)]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

“টিকার ইনজেকশন কি রোযার উপর প্রভাব ফেলবে?”

জবাবে তিনি বলেন: প্রভাব ফেলবে না। রোযা সহিহ। যে ইনজেকশনগুলো টিকা হিসেবে কিংবা চিকিৎসা হিসেবে পুশ করা হয় সঠিক মতানুযায়ী সেগুলো রোযার উপর প্রভাব ফেলবে না। তবে নিউট্রিশন ইনজেকশন ব্যতীত। কারণ নিউট্রিশন ইনজেকশন রোযার উপর প্রভাব ফেলবে। সাধারণ ইনজেকশন, টিকার ইনজেকশন বা এ জাতীয় অন্যান্য ইনজেকশন রোযার উপর প্রভাব ফেলবে না। অতএব, সঠিক মতানুযায়ী টিকার ইনজেকশন রোযার উপর প্রভাব ফেলবে না। রোযা সঠিক।

উপস্থাপক: জাযাকুমুল্লাহু খাইরা। চাই এই ইনজেকশন পেশীতে পুশ করা হোক কিংবা শিরাতে?

শাইখ: হ্যাঁ। আমভাবে (পেশীতে দেয়া হোক বা শিরাতে)। এটাই সঠিক।[শাইখ বিন বাযের ওয়েবসাইট থেকে সমাপ্ত]

শাইখ ড. সাদ আল-খাছলান (হাফিযাহুল্লাহ্) বলেন:

“যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলায় করোনার টিকার ডোজ নিল তার রোযা কি নষ্ট হবে?

জবাব: তার রোযা নষ্ট হবে না। কেননা করোনার টিকা চিকিৎসা শ্রেণীর ইনজেকশন। অগ্রগণ্য মতানুযায়ী চিকিৎসা শ্রেণীর ইনজেকশন রোযা ভঙ্গ করে না। কেননা এ ধরণের ইনজেকশন পানাহার নয় কিংবা পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয়।

মূল বিধান হল: রোযার শুদ্ধতা। তাই সুস্পষ্ট কোন বিষয় ছাড়া আমরা এ মূল বিধানকে পরিবর্তন করব না।

অতএব, আমরা বলব: রোযাদারের জন্য করোনার টিকা নিতে কোন অসুবিধা নাই। এতে রোযা ভাঙ্গবে না।"[ভিডিও ক্লিপ থেকে]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।